সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

প্রফেসর হযরত মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দামাত বারাকাতুহুমের
জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা ও বয়ান সংকলন

একজন আলোকিত মানুষ

মুহাম্মাদ আদম আলী

সংকলন গ্রন্থ | মাকতাবাতুল ফুরকান

একজন আলোকিত মানুষ
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
+88 01733 211 499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোন অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ। অন্য ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই।

দ্যা ব্র্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান
রবিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী / ডিসেম্বর ২০১৬ ঈসায়ী
ISBN : **978-984-92291-1-6**

প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
মূল্য ■ ৳৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র) USD 14.99

Buy Online : *www.kitabghor.com; www.alfurqanshop.com*
কিতাব ঘর | AL FURQAN SHOP www.alfurqanshop.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করেছেন। ইসলামের মতো এক অপূর্ব নেয়ামত দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমতে করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির বিশিষ্ট খলীফা হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের জীবনের কিছু স্মরণীয় ঘটনা এবং নির্বাচিত কয়েকটি বয়ান এখানে সংকলন করা হয়েছে। নিজের অযোগ্যতা, জ্ঞানের স্বল্পতা এবং সর্বোপরি গায়রে আলেম হিসেবে এরকম একজন মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাগুলো লেখায় প্রকাশ করা কঠিন। এজন্য কয়েক বছরের পুরোনো পাণ্ডুলিপিকে পাঠযোগ্য করে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ রিজওয়ানুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম এবং হযরত মুহাম্মাদ মাশহুদুর রহমান

সাহেব দামাত বারাকাতুহুম অনুগ্রহ করে এ কাজে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতি অন্তরের গভীরতম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে এ লেখাকে বাস্তবে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব দামাত বারাকাতুহুম[1]। তিনি পুরো কিতাবটি অদ্যোপান্ত দেখে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন। এ কিতাবে উল্লেখিত অনেক ঘটনায় তিনি আবেগাপ্লুত হয়েছেন, লেখকের জন্য স্বতঃস্ফূর্ত দু'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম বদলা দান করুন এবং তার দু'আকে আমাদের জন্য পাথেয় বানিয়ে দিন।

এমনিতে গল্প লেখা হয়ত সহজ। গল্পে সব চরিত্র কাল্পনিক। লেখকের অনেক স্বাধীনতা থাকে। তিনি যেমন ইচ্ছা সাজাতে পারেন। যা ইচ্ছা লিখতে পারেন। সত্য ঘটনা এবং বাস্তব চরিত্র নিয়েও গল্প লেখা হয়। তবে সেখানে যদি জবাবদিহিতা থাকে, তাহলে কাজটা আর সহজ থাকে না। বিবেক আর সত্যাসত্যের জবাব দেওয়ার চিন্তা লেখকের ভাবনাকে জটিল করে তোলে। এ জটিলতায় ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কিতাবে যে মহান ব্যক্তিকে অবলম্বন করে যেসব ঘটনা লেখা হয়েছে, তার বাস্তবতায় স্বাধীনভাবে কল্পনাকে আশ্রয় দেয়া সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন সময়ের ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করতে গিয়ে যেসব চরিত্রের কথা বলা হয়েছে, তারা সবাই বাস্তব। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির কথা এখানে লেখা হয়েছে। বেশিরভাগই বেঁচে নেই। ভুল করে যদি কিছু ভুল লেখা হয়ে যায়, এজন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

সাধারণ মানুষ থেকে আল্লাহওয়ালাদের জীবন ভিন্ন। আবার সব আল্লাহওয়ালাদের জীবন একরকম নয়। এই ভিন্নতার প্রেক্ষিত তারা সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বাচন করেছেন। তারপর

---

[1] আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া ঢাকা।

তাদের জীবন এবং কর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এভাবে বিভিন্ন রুচিবোধের মানুষের জন্য হেদায়েতের রাস্তাকে সহজ করেছেন। এরকম এক সহজ-সরল জীবনের প্রতিচ্ছবি হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। যার জীবন সংগ্রাম, ইসলামের পথে চেষ্টা, ধৈর্য, নির্লোভ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি সত্যের পথে নিরলস সাধনা বর্তমান সমাজে এক ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত। তার আশৈশব বেড়ে ওঠা ইংরেজী শিক্ষিত দ্বীনদারদের জন্য এক বিশেষ অনুপ্রেরণা। পরবর্তীতে উলামায়ে কেরামের সোহবত তাকে এমন উচ্চতায় আসীন করেছে যে, নবীন আলেমদের জন্যও তিনি পরিণত হয়েছেন এক বাস্তব আদর্শে। ইসলাহী কর্মকাণ্ডে তার সহজ-সরল উপস্থাপনা সবাইকে আপ্লুত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ কিতাবে সংকলিত গল্পসমূহ থেকে সব ধরণের পাঠকই উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। প্রতিটি গল্পেই শিক্ষণীয় বিষয় আছে। কয়েকটি গল্পে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন মন্তব্য করা হয়নি।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও সংকলক
৫৬/৩ ওয়াসা রোড, মানিক নগর
ঢাকা-১২০৩

২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

তোমাকে ভালোবাসলেই বৃষ্টি হবে, আকাশে রংধনু ছড়াবে
চারিদিক বসন্তের আসন্ন হাসিতে মুখরিত হবে
আর তুমি থাকবে তোমার মতোই!
তোমার জন্য এ পৃথিবী নয়, অন্য পৃথিবী!
আমরাও সেই পৃথিবীর বাসিন্দা হতে চাই।

সূচিপত্র

১৯৩৮-১৯৫৭

- নয়াগাঁও গ্রাম
- মক্তবের উস্তাদ
- প্রথম মাইকে কুরআন পড়া
- মাওলানা মুস্তাফা মাহমুদ আল মাদানী রহ.
- ঢাকায় নতুন বাসার গল্প
- কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতা
- মুকুল ফৌজের প্যারেড এবং কুরআনের তরজমা
- এক আরব আলেমের সান্নিধ্য
- বাবার স্নেহ
- স্কুলের হেডমাস্টার এবং অন্যান্য শিক্ষক
- ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ সাহেব এবং ইংরেজী শেখা
- প্রথম ট্রেন ভ্রমন
- বাবার ইন্তেকাল এবং একটা মাশওয়ারা
- মাইনষের মানুষ
- কলেজ শেষে ঢাকায় কয়েকদিন

১৯৫৮-১৯৭০

- আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
- বিজলী আল্লাহর এক হুকুম
- অদ্ভুত এক শিক্ষক
- নতুন চাকুরি

- দাদার ঘুম
- কোম্পানির চাকুরি এবং ঢাকায় বাসা
- ইংল্যান্ডের এক বুড়ির গল্প
- দাড়ি এবং কয়েকটি ঘটনা
- বিয়ের গল্প
- মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর সান্নিধ্য
- কোম্পানি থেকে বুয়েট

১৯৭১-১৯৯০

- মুক্তিযুদ্ধ এবং কিছু স্মৃতি
- উত্তাল মার্চ এবং চিল্লায় গমন
- বড় ছেলে ও মক্তব
- নতুন মাদরাসা, নতুন জীবন
- হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর কাছে বাইআত
- সাত সকালে হাইজ্যাকার
- দ্বীনের জন্য ত্যাগ
- প্রথম হজ
- জিন্দা লাঠি
- দারোয়ান যখন মুফতী
- কে এই বুযুর্গ?
- লাল বাতি, পুলিশ এবং ইলম
- কপালে চুমো
- প্রতি শ্বাসে আল্লাহর যিকির
- মৌলবী পোষাক এবং কিছু মানুষ
- হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ.-এর ইজাজত
- মাদরাসার সমস্যা এবং প্রিয় উস্তাদ
- চীন সফর
- চাকুরি এবং দরসিয়াতের কিতাব

- ইংল্যান্ডে একটা ঘটনা
- ইঞ্জিনিয়ার বনাম মৌলবী
- হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ.
- হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ.–এর ইজাজত

নির্বাচিত কিছু বয়ান

- আধুনিক জীবন ও আমাদের দ্বীনি অনুভূতি
- আখিরাতের জন্য খরচ
- শরীয়তের দৃষ্টিতে পার্টনারশীপ ব্যবসায় করণীয়

| ১৯৩৮–১৯৫৭ |

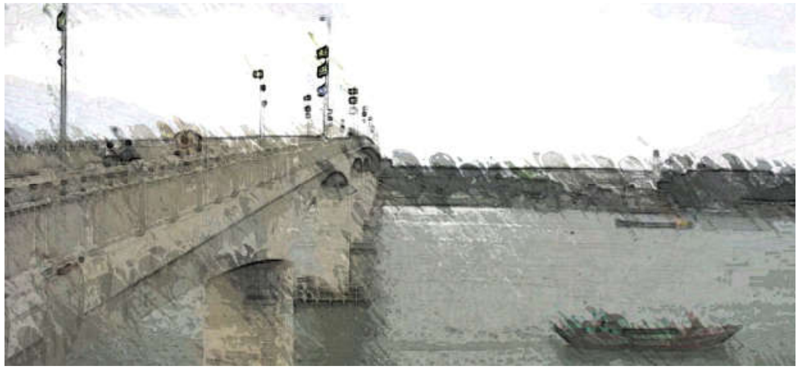

নয়াগাঁও গ্রাম

মুন্সিগঞ্জ। বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত জেলা। এ জেলারই একটা ছোট্ট গ্রাম নয়াগাঁও। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী। ধলেশ্বরী। একসময় এ গ্রামের বিস্তৃতি ছিল অনেক দূর। নদীর পাড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পালা। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তখন হায়াতে ছিলেন। সবাই হাফেজ্জী হুযুরের কাছে দু'আর জন্য ঢাকায় গেল। তাকে গ্রামে আসার দাওয়াত দিল। গ্রামে এসে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করবেন। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'দু'আর জন্য গ্রামে যাওয়া জরুরী না। এখানে বসেই দু'আ করা যায়।' তিনি তাই করলেন। তার দু'আর উসিলায় নদীর ভাঙ্গন থেমে যায়। সেই যে থেমেছে, আর ভাঙ্গেনি। নদীর পাড় ঘেঁষেই রাস্তা। বর্ষাকালে নদী ভরে ওঠে। স্রোতের শব্দ মধ্যরাতে অনেকের ঘুম ভেঙ্গে দেয়। তবে এখন আর কেউ পাড় ভাঙ্গার ভয় পায় না।

অনেক দিন আগের কথা। এ গ্রামে একজন খাঁটি কৃষক ছিলেন। তার নাম হাজী ইমাম উদ্দিন। খুব ধার্মিক, পরহেযগার। দু'বার হজ করেছিলেন। তার এক ছেলে আব্দুল ওয়াহহাব মুন্সি। তিনিও কৃষক ছিলেন। নিজের জমি নিজেই চাষ করতেন। সহজ-সরল ছিলেন।

দুনিয়ার জটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। পারিবারিক বিরোধ এড়িয়ে চলতেন। অহেতুক কোন ঝামেলা তার ভালো লাগত না। নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাহাজ্জুদ পড়ার পর সময় থাকলে হালকা অন্ধকারে ক্ষেতে চলে যেতেন। লাঙল দিয়ে হাল চাষ করতেন। কিছুক্ষণ হাল চাষ করে মসজিদে এসে ফজরের নামায জামাতে পড়তেন। কথাগুলো শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না। অথচ তিনি এমনই ছিলেন।

আব্দুল ওয়াহহাব মুন্সির বড় ছেলে মুহাম্মাদ ইয়াসীন। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন। তখনকার আমলে পড়ালেখা করা ছেলে কমই ছিল। কেউ মেট্রিক পাস করলেই এলাকার লোকজন দেখতে আসত। তাকে দেখার জন্যও অনেকে এসেছে। এ নিয়ে তার কোন অহঙ্কার নেই। খুব অমায়িক। আত্মীয়-স্বজনসহ সব মানুষের উপকারের চিন্তা তার স্বভাবগত। আজকাল এরকম মানুষ পাওয়া কঠিন। এজন্য গ্রামে তার সুনামও ছিল সুবিদিত।

গ্রামে কিছু রটে গেলে থামানো যায় না। যুগের পর যুগ চলতে থাকে। এরকম একটা সমস্যা আছে আব্দুল ওয়াহহাব মুন্সির পরিবার নিয়ে। তাদের বাড়ির লোকদেরকে একটা বিশেষ নামে ডাকা হয়। হুরী। এটা বংশগত কোন নাম না। একটা ঘটনার পর থেকে এ নাম চালু হয়েছে। ঘটনার দিন-তারিখ জানা যায় না। একবার এ বাড়িতে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। লোকজন সারি বেঁধে খেতে বসেছে। পোলাও-কোর্মা খাবে। খুব আগ্রহ। আগ্রহটা তারা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। খাবার আইটেমে ভাতের সাথে ডাল দেয়া হয়েছে। মসুরির পাতলা ডাল। লোকজন বলাবলি শুরু করল, ডাইল্যা হুরী। সেখান থেকে সংক্ষেপে হুরী। গ্রামের লোকেরা ঠাট্টা করে এ নামে ডাকত। তখন গ্রামে একটা ছন্দ চালু হয়ে গেল। 'মাছ দিল না হুরী / গোশ্ দিল না হুরী / একটুখানি পাইন্যা ডাইলে / খাওয়ার কাম সারি।' সেই হুরী পরিবারের আলো ছিলেন যুবক ইয়াসিন।